আজকের কাগজ

তারিখ 04 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা

ম্যাট্রিক বা মাধ্যমিক পরীক্ষা আমাদের দেশে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের কারণ এটি প্রবেশিকা পরীক্ষা, স্কুল জীবনের শেষে এই পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের বৃহত্তর জীবনে কিংবা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। দেশের সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই মৌলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ফলে দেশের জনজীবনকে এই পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে। এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বিগত এইচএস সি পরীক্ষার আগে থেকে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন এবং তা পরীক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করছেন। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন উত্ত্যক্ত হয়ে পড়ার টেবিল ছেড়ে রাজপথে নেমে আসছে এবং ভাঙচুরের মধ্যদিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছেন। এভাবেই গত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ব্যবস্থা চালু করার নামে শিক্ষা বিভাগ এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন তাকে 'ভেলকিবাজি' আখ্যায়িত করা যেতে পারে। শিক্ষা বিভাগের যে সব কর্মকর্তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এসএসসি পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ঐ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাতিলের প্রক্রিয়া অব্যাহত ভাবে চলে আসছে এখন তাদের মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় এসে গেছে। বস্তুত শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে গিয়ে পরপর দু'বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের যেভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন তার দায়িত্ব বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কিছুতেই এড়াতে পারেন না। শিক্ষা বিভাগ পরপর দু'বছর বাংলাদেশের দু'টি প্রজন্মের ভবিষ্যত নিয়ে যে ছিনিমিনি খেললেন তা নিতান্তই দুভাগ্যজনক।

প্রশ্ন উঠতে পারে কি করা যেতো? উত্তরে বলা যায়, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি তাড়াহুড়ো করে চালু না করে ঐ পদ্ধতির সবদিক বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা ও তার সুফল সম্পর্কে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অবহিত করে তা চালু করা উচিত ছিলো। একবারে মাধ্যমিক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় চালু না করে বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন বিভিন্ন বছর বিভিন্ন ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষায় ঐ পদ্ধতি চালু করে ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চালু করলে পরীক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া এমন তিক্ত ও তীব্র নাও হতে পারতো। বর্তমানে পরীক্ষার্থীরা রাজপথে ভাঙচুরের মাধ্যমে এবং শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বার বার তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। দেশের রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো এই সমস্যা নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেননি দেখে আমরা বিস্মিত। দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোও এই সমস্যা সম্পর্কে তাদের অবস্থান নির্দেশ করেনি। সংসদেও এই সমস্যা আলোচিত হয়নি তবে সংসদের সদ্য গৃহীত 'সন্ত্রাস দমন আইন' বিক্ষুব্ধ গ্রেপ্তারকৃত ছাত্রদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু এস এস সি পরীক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী বানালো যারা, তাদের বিচার করে কে? সন্ত্রাস দমন আইনের প্রথম শিকার এসএসসি পরীক্ষার্থীরা এটাই বিড়ম্বনা।